প্রথম আলো
বুধবার, ১০ এপ্রিল ২০১৩

জনস্বাস্থ্য ■ আবুল হাসনাত

বার্ড ফ্লু : সতর্কতা এখনই প্রয়োজন

বার্ড ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে একটি শিশু মারা গেছে বলে নিশ্চিত করেছে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)। বার্ড ফ্লু বা এইচ৫এন১ ভাইরাসের সংক্রমণে বাংলাদেশে এটাই প্রথম মানুষের মৃত্যুর ঘটনা। পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী চৌদ্দগ্রামের ছেলেশিশুটির বয়স ছিল এক বছর ১১ মাস। জ্বরে আক্রান্ত হলে তাকে প্রথমে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা শিশু হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তী সময় একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নেওয়া হয় শিশুটিকে। সেখানে শিশুটি এ বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি মারা যায়। আইইডিসিআর বলছে, আক্রান্ত শিশুটির দেহে সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার রোগীদের মতো কোনো লক্ষণ ছিল না। এ দেশের বিশেষজ্ঞরাই শনাক্ত করতে পেরেছিলেন যে শিশুটি বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত। বিশেষজ্ঞরা শিশুটির গলা ও নাক থেকে নমুনা নিয়ে পরীক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা শহরের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনে (সিডিসি) পাঠান। সিডিসির পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে শিশুটি বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত ছিল।

২.
ভারত পার্শ্ববর্তী দেশ হওয়ায় এবং বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ ও জনবহুল হওয়ায় অন্যান্য দেশের তুলনায় ঝুঁকিও আমাদের তুলনামূলকভাবে বেশি। মুরগি, হাঁস বা অন্যান্য পাখি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যে দেশে গ্রামাঞ্চলে মানুষ ও মুরগি এক ঘরে বসবাস করে, সে দেশের জন্য এটা ভয়ংকর ব্যাপার। আমাদের দেশের জন্য অশনিসংকেত। বাংলাদেশে এইচ৫এন১ নামক ভাইরাস এ রোগের জন্য দায়ী। সাধারণত শীত মৌসুমেই মুরগির বার্ড ফ্লু হয়, তবে গরমেও এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত মুরগির মাধ্যমে এ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু মানুষের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই ক্ষীণ। ২০০৩ থেকে ২০১২—এই সময়ের মধ্যে এ রোগে সারা বিশ্বে মোট ৫৯২ জন মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৩৪৯ জন মৃত্যুবরণ করেছে। বাংলাদেশে ২০০৮ থেকে এ পর্যন্ত ছয়জন এ রোগে আক্রান্ত হলেও মারা গেছে একজন, তবে ভাইরাস প্রতিরোধ করা বা চিকিৎসা—কোনোটাই আমাদের জন্য সহজ নয়। এর প্রধান কারণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব। তবে কেউ এ রোগে আক্রান্ত হলে দুই থেকে আট দিনের মধ্যেই উপসর্গগুলো ধরা পড়বে। যেমন—জ্বর, কাশি, গলাব্যথা, শরীরব্যথা, বমি, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ। কখনো কখনো মারাত্মক শ্বাসকষ্ট হতে পারে, যা অনেক সময় রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারও সন্দেহ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারে অথবা পরীক্ষার জন্য রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং আইসিডিডিআরবিতে যোগাযোগ করতে পারে। চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ হচ্ছে Oseltamivir. সরকারকে এই ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। Agrippal নামে বার্ড ফ্লু ভ্যাক্সিনও বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে। যাদের এ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে, তারা এ ভ্যাক্সিন নিতে পারে।

৩.
এ রোগ প্রতিরোধের উপায় কী? যেসব শ্রমিক মুরগি কাটাকাটির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদেরই এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। তাই ওই শ্রমিকদের হাতে গ্লাভস, মুখে মুখোশ পরে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মুরগি জবাই ও কাটাকাটি করতে হবে। সাধারণত মুরগির রক্ত, ডানা, মল ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। এমনকি মুরগি পরিবহনকারী গাড়ির মাধ্যমেও এ রোগ ছড়াতে পারে। বর্জ্য পদার্থগুলো মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে। কোনো মুরগি দেখতে অসুস্থ মনে হলে প্রয়োজনে ওই খাঁচার সব মুরগি নিধন করে পুঁতে ফেলতে হবে।

কেউ এ রোগে আক্রান্ত হলে আশপাশে কেউ যেন আক্রান্ত হতে না পারে, সে জন্য প্রয়োজনীয় সতর্ক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। হাঁচি বা কাশির সময় টিস্যু বা রুমাল বা মুখোশ দিয়ে মুখ ও নাক ঢেকে রাখা প্রয়োজন। বারবার হাত দিয়ে নিজের চোখ, নাক বা মুখ স্পর্শ না করাই ভালো। হাঁচি বা কাশি হলেই সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়া উচিত।

বার্ড ফ্লু অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্য—দুটির জন্যই অশনিসংকেত

৪.
বাসাবাড়িতে মুরগি রান্না করার আগে ভালোভাবে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে উচ্চ তাপমাত্রায় বেশি করে জ্বাল দিতে হবে। উচ্চ তাপমাত্রায় এ ভাইরাস বাঁচতে পারে না। প্রচারমাধ্যম ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারের প্রাণিসম্পদ বিভাগের বিভিন্ন বাজারে প্রয়োজনীয় তদারকির ব্যবস্থা করা জরুরি। সবার সমন্বিত প্রয়াস ও জনসাধারণের সতর্কতাই পারে এ রোগ প্রতিরোধ করতে।

■ ড. আবুল হাসনাত : অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি অ্যান্ড ফার্মাকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ahasnat99@yahoo.com